বাংলা টাউন সমাচার

(পুর্ব প্রকাশের পর)

মোল্লা বাহাউদ্দিন

না, এখন কিছু লাগবে না। যাবার সময় দুটা পরটা দিয়ে দিও। কাল খাব। এবার একটু বাইরে ঘুরব। বলে হুইল চেয়ারে বসে তিনি বাইরের দিকে চলে গেলেন।
আমি আলম ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোক কে?
উনার নাম আকমল হোসেন চৌধুরী।
এখানে উনার কেউ নেই?
আছে। সব আছে। স্ত্রী, এক মেয়ে, চার ছেলে। ছেলেরা সবাই ভাল কাজ করে। মেয়েও কাজ করে। তার আপন ভাই একজন ইঞ্জিনিয়ার, অনেক বেতনে চাকরি করে। অথচ কেউ খবর নেয় না। ঘরে জায়গা দেয় না। এখন থাকেন একটা মেসে। তার আগে ছিলেন একজন গায়ানিজ লোকের বাসায়। তিনি একদিন মসজিদে নামাজ শেষে বাইরে পড়েছিলেন। গায়ানিজ লোকটা তার এ অবস্থা দেখে বাসায় নিয়ে যায়। বছর দেড়েক ছিল গায়ানিজের বাসায়। পরে গায়ানিজের স্ত্রীর আপত্তিতে গায়ানিজের বাসা ছেড়ে এখন একটা মেসে থাকেন। ভিন দেশির সাথে। সেখানে যা রান্না হয় তা তিনি খেতে পারেন না। তাই বাংগালি খাবারের জন্য মনটা পড়ে থাকে। যখন তখন চলে আসেন। আমি প্রথম দেখি আমাদের রেষ্টুরেন্টের সামনে। দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে যাচ্ছি, দেখি ভদ্রলোক দোকানের সামনে বসে আছেন। চেহারা দেখে বুঝলাম বাঙালি। জিজ্ঞেস করলাম, চাচা বাসায় যাবেন না?
তিনি বললেন, বাসায় তো জায়গা দেয় না। ঘরে ঢুকতে দেয় না।
বলেন কি! বাসায় কে আছে আপনার?
সব আছে। স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সব। বাসা তো একটা না, কয়েকটা। কেউ জায়গা দেয় না।
বলেন কী? কি ঘটনা বলুন তো শুনি!
তিনি যা বললেন, তা হলো: নাম আকমল হোসেন চৌধুরী। দেশে ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। ভাল অবস্থায় ছিলেন। এক সময় তিনি প্রেমের ফাঁদে পা ফেলেন। ফলাফল বিবাহ। তখনই আগের সংসারের ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যায়। পরের সংসারে তিনটা ছেলেমেয়ে জন্ম নেয়। আগের সংসারের বড় মেয়ে এদেশে এসে নাগরিক হবার পর তার পরিবারকে স্পন্সর করে। তখন বাবাকে বাদ দিলে স্পন্সর করার ঝামেলা হতে পারে, আবার দ্বিতীয় বিয়ের কথাও উল্লেখ করা যায় না। এসব অনেক ভেবে মেয়ে তার বাবা সহ পরিবারের সবাইকে স্পন্সর করে। যথারিতী আকমল সাহেবও এসে পৌছেন কানাডায়। কিছুদিনের মাঝেই তার ছেলেরা যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। আকমল সাহেব আর তার স্ত্রী সরকারি ভাতা পান। সেই ভাতা নিয়ে সব গোল বাধল।
আকমল সাহেব এদেশে চলে আসার পর তার দ্বীতিয় সংসারের কোন আয় না থাকায় খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তখন আকমল সাহেব সরকারি ভাতা যা পেত তা থেকে কিছু টাকা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিত। তা দিয়ে দ্বিতীয় সংসার কোন মতে চলত। তখনই ছেলেমেয়ে সবাই তার প্রতিবাদ করল। তাকে দেশে টাকা পাঠাতে বারণ করল। তিনি তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় তারা তার থাকা খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এমন কি ঘরে ঢুকতে দেয় না। একদিন অনেক রাতে মসজিদের সামনে থেকে এক গায়ানিজ তাকে উঠিয়ে নেয়। তারপর গায়ানিক ভদ্রলোকই একটা মেস খুজে বের করেন এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেন। তার মাঝে আকমল সাহেব দুবার স্ট্রোক করেছেন, দেহের অর্ধেক অবশ। বাকি অর্ধেকও ঠিকভাবে কাজ করে না। এসব তার ছেলেমেয়েরা জানে। জন্মদাতা বাবার জন্য তাদের সামান্য দরদ নেই। বিয়ে করেছে এই অপরাধের শাস্তি!
আমি বললাম, অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা বেশি হয়ে গেল না? চুরির জন্য তো ফাঁসি হতে পারে না। বাংলাদেশে এই ঘটনা তো একমাত্র ঘটনা নয়। এই অপরাধের জন্য পিতৃত্ব অস্বীকার করা যায় না। তার ছেলে মেয়েরা তাই করেছে। লঘু অপরাধে গুরুদন্ড দিয়েছে!
একটু পর আলম ভাই বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে বললেন, দেখুন আকমল সাহেবের আবার কত বড় ঝামেলা হল। তার দ্বিতীয় সংসারও বিপদে পড়ে গেছে!
সেটা আবার কি?
তিনি হাজারখানেক ডলার পেতেন সরকারি ভাতা। তা থেকে কিছু টাকা তিনি দেশে পাঠাতেন। তাই দিয়ে দ্বিতীয় সংসার চলত। তিনি যে মেসে থাকেন সেখানে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি তার ভাইকে খবর দিলেন। কারন

ছেলেমেয়েরা কেউ আসবে না। তার ভাই এসে নিয়ে গেল সাথে করে। তিনি ভাবলেন বোধ হয় তার বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার ভাই নিয়ে গেল একটা শেল্টারে। সেখানে ভর্তি করে দিয়ে চলে গেল। এখন শেল্টারে তিনি মহাবিপদে আছেন। যখন তখন বের হতে পারেন না। সরকারি ভাতা যা পেতেন তা এখন আর তার হাতে আসে না। শেল্টারের নামে আসে। শেল্টারের ব্যবস্থাপক ৫০/৬০ ডলার দেয় হাত খরচ। আর বাকি সব খরচে কাটা যায়। আগে যেমন তিনি মাসে মাসে কিছু টাকা দেশে পাঠাতেন তা আর পাঠাতে পারছেন না। এখন নিজেরও বিপদ আর দ্বিতীয় সাংসারের আরও বিপদ। দেশে ফিরে যাবারও কোন উপায় নেই। কম করে হলেও পনের শ ডলার লাগে টিকেট। কি করা যায় বলুন তো!
আমি তো এর কোন উপায় দেখছি না! সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা করল তার ভাই। তিনি তো এখন শেল্টার থেকে বের হতেও পারবেন না! বের করতে হলে কেউ তাঁর দায়ীত্ব নিয়ে আন্ডারটেকিং দিতে হবে। কে নিবে এ দায়ীত্ব!
বাংলা টাউন! কেউ হাসি আনন্দে দিন কাটায় আর কেউ টিকে থাকার যুদ্ধে লিপ্ত! মানুষের জীবনে অসতর্ক মুহূর্তে কিছু অঘটন ঘটে যায়, যার মাসুল দিতে হয় সারাজীবন। আকমল সাহেব কতবড় ভুল করেছেন তা পরিমাপ করার দায়িত্ব পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম।

আমি আবার চলতে লাগলাম। সামনে ঢাকা কনভিনিয়েন্ট ষ্টোর। বাংলা টাউনে একমাত্র কনভিনিয়েন্ট ষ্টোর। সামনের বড় রুমে ড্রাই গ্রোসারি এবং কনভিনিয়েন্ট ষ্টোর, তার পেছনের কামড়ায় ভিডিও ষ্টোর, তার পেছনে ছোট্ট একটা কামড়া আছে। সেখানে চা কফি হয়। কোন রকমে চারটা চেয়ার পাতা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনে আট দশজনও এক সাথে অংশ গ্রহন করে থাকে। পেছনের দরজা ইচ্ছে করলে খোলা রাখা যায়। ভেতরের দরজা বন্ধ করে চা সিগারেট এক সাথে পান করার একটা সুবর্ন সুযোগ এখানে পাওয়া যায়। তাই এখানে প্রায়ই আড্ডা হয়।

বাংলা টাউনের, বাঙালি কমিউনিটির জাঁদরেল নেতারা এখানে আগমন করেন। আরও তসরিফ রাখেন বাংলা টাউনের কিছু ব্যবসায়ী। তবে সব ধরনের ব্যবসায়ীরা এই সভায় অংশ গ্রহন করতে পারেন না। কারন তাদের ব্যবসা রেখে আড্ডা দেবার সময় নেই। এখানে আসে তারাই যারা সেবামুলক ব্যবসা করেন। তাদের সময়ের বালাই নেই। নিজেই নিজের বস। কারও কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয়না। সেবামুলক ব্যবসা যেমন উকিল, ট্রাফিক টিকেট সার্ভিস, ইন্সিউরেন্স, আর,ই,এস,পি, মর্গেজ ব্রোকার, রিয়েল এষ্টেট এজেন্ট ইত্যাদি। আর আসে কিছু মানুষ যারা রাতে কাজ করে, দিনে সময় থাকে। এই অংশগ্রহনকারিদের মাঝে ভাল মানুষ আর মন্দ মানুষ দুইই আছে। যেমন পৃথিবীর সব জায়গাতেই আছে। কেউ আছেন গালভরা উপাধি ধারন করে নিজের নাম প্রচারের জন্য কার্ড ছাপিয়ে নিয়েছেন। কোন কোন কার্ডে দেখা যায় নামের পেছনে বিরাট যোগ্যতার মাপকাটির টাইটেল লেখা আছে যা নামের পরিধিও ছাড়িয়ে গেছে। অনেক সময় তিনি যা নন তাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেউ নিজের পরিচয় দেন যা আদৌ তিনি নন। উদ্দেশ্য, ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা। তার এই মিথ্যা পরিচয়ের কারনে ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ।
বাংলা টাউনের প্রতিটি মানুষ যেন এক একটা গল্পের নায়ক। প্রতিটি মানুষ নিয়ে গল্প হয়। যারা এই আড্ডায় অংশ গ্রহন করেন তারা একে অপরকে খুব ভাল করে চিনেন। তাদের গল্প জানেন। প্রয়োজনে প্রচারও করেন। এই সেবাদানকারি ব্যবসায়ীরা 'দিব আর নিব' এই নীতিতে বিশ্বাসি। তারা সেবা দান করেন আর বদলে পারিশ্রমিক নেন। যারা সেবা গ্রহন করেন তারাও উপকৃত হন। ক্বচিত দুএকটা ঘটনা ছাড়া। কেউ সেবা দিতে গিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেন। তখন কিছু নয় ছয় করতে হয়। খারাপ কাজের জন্য কেউ কাউকে ঘৃণাও করে। কিন্তু প্রকাশ করে না। ঘৃণার মানুষের সাথেও মন খুলে আড্ডা দিয়ে যায়।

এখানে সব ধরনের আলাপ আলোচনা হয়। বাংলা টাউনের সব খবর তাদের নখদর্পনে। নতুন নতুন ঘটনার খবর এখানে পরিবেশিত হয়। এখান থেকেই চারদিকে প্রচারিত হয়। উচিত অনুচিতের মতামত ব্যক্ত হয়। কিন্তু কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ তারা করে না। এই নেতারা এখানে বসে বাংলাদেশের সমস্ত সুবিধা অসুবিধাগুলো নিয়ে পুঙ্খানুপুঙখ বিচার বিশ্লেষন করেন। কোথায় কি করতে হবে, কি করলে দেশটা তাদের মনের মত হবে, সরকারের কি করনীয়, অথচ করছে না, কোন্ কোন্ রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রিরা দেশটাকে একবারে রসাতলে নিয়ে গেল, তাদের কি কি করতে হবে ইত্যাদি সব কাজ এখান থেকে হয়। মোট কথা এমন কোন বিষয় নেই যা এখানে আলোচনা হয় না।
আমি বাইরে থেকে ভেতরে একটু উঁকি দিতেই একজন বলে উঠল, আসুন, আসুন ভাই! খুব মজার একটা কৌতুক চলছে। আরও হবে। এইমাত্র শুরু হল।

বুঝলাম এখন আসরে যারা আছে তাদের হাতে সময় আছে। চা, সিগারেট আর গল্প, কৌতুক চলবে এক সাথে। কৌতুকের কথা শুনে ভেতরে গেলাম। একজন একটা চেয়ার খালি করে উঠে দাড়িয়ে বলল, এই! ভাইকে একটা চা দেন। চিনি চলবে নাকি!
বললাম, না চিনি চলবে না। সুইটেনার।
আর একজন জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?
আবার সেই একই প্রশ্ন। একটা কিছু বলতে হবে। বললাম, ভাল আছি বললে মিথ্যা বলা হবে। মিথ্যা কথাটা বলতে ভাল লাগে না।
একজন গুরু বলে উঠল, আরে এখানে কে মিথ্যা বলে না শুনি! অনেকেই বলে। তবে মিথ্যাটা যখন বলবেন এমন ভাবে বলবেন যেন এটাই সত্যি। আপনি সব সময় সত্যি কথা বললে ধরা খেয়ে যাবেন। কিছুই করতে পারবেন না। এই যে দেখুন না, বাংলা টাউনে কয়েক দিন আগে একটা ব্যবসা বিক্রি হয়েছে। যিনি কিনেছেন তিনি বাংলাদেশ থেকে সদ্য ইনভেষ্টমেন্ট ভিসায় এসেছেন। এই ব্যবসায় তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তার ইনভেষ্ট করতে হবে। ব্যবসার মালিক অনেক দিন থেকে বিক্রির তালে ছিলেন। কোন ক্রেতা মিলেনি। যখন জানতে পারলেন ইনভেষ্টমেন্ট ভিসায় একজন এসেছে তখন তাকে বলল এই লাভজনক ব্যবসাটা বিক্রি করবে। ক্রেতাকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে, মিথ্যা কথা বলে, ভুয়া কাষ্টমার তৈরি করে মানে তাদের নিজেদের লোককে কাষ্টমার সাজিয়ে দৈনিক আকর্ষনিয় বিক্রি দেখিয়ে খুব চড়া দামে এই ব্যবসা বিক্রি হয়ে গেল। মিথ্যা বলে যদি লাভবান হওয়া যায় তাহলে মিথ্যা বলবে। তাতে নীতির কোন বালাই নেই। এভাবেই এখানে অনেকেই সব ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহন করে থাকে। তখন ধর্মের দোহাইও কাজে লাগে না
চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, বাদ দেন ওসব কথা। এখন আর একটা কৌতুক হয়ে যাক।
মানুষ নাম রাখে অগনিত মানুষের মাঝে নিজকে আলাদা করার জন্য, সকলের মাঝে নিজকে পরিচয় করানোর জন্য। এই আসরে যারা আছেন তারা নিজেদের নাম উল্লেখ না করলেই খুশি হয়। তাই এইসব মহারথিদের খুশির জন্য নাম উল্লেখ থেকে বিরত থাকব।
চা খেতে খেতে কৌতুক শুনছি। বাংলা টাউনের বিশিষ্ট ব্যক্তি বয়ান করছেন। শ্রোতা চারপাঁচজন। তারাও বিশিষ্ট । অনেকেই অনেক গুনে গুনী। মানুষ যে কত গুনে গুনি হতে পারে তা এই বাংলা টাউনের গুনিদের সাথে না মিশলে কিছুই জানা যাবেনা। জীবনের অনেকটা অপুর্ন থেকে যাবে। অনেকেই এইসব গুনিজনের খোজ রাখেন না। অনেকগুলো কৌতুক শুনলাম। এর মাঝে বেশিরভাগই ময়লাযুক্ত যা পাঠকের কাছে তোলে ধরা যায় না। শুধু একটাই পেশ করা যায়। যেমন:
(স্থান: বাংলাদেশ)
ভিক্ষুক: স্যার, দশটা টাকা দিবেন? চা খাব।
সাহেব: দশ টাকা! চা খেতে লাগে পাঁচ টাকা। দশ টাকা চাও কেন?
ভিক্ষুক: স্যার, আমার গার্লফেন্ডও খাবে তো! তাই।
সাহেব: ফকির হয়ে আবার গার্লফ্রেন্ডও বানাইছ?
ভিক্ষুক: না স্যার, আমাকেই ও ফকির বানাইছে!

কৌতুক শেষ না হতেই এসে পৌছল মানিক। সবাই এক সাথে কলবল করে উঠল। কেউ বলছে, এসে গেছে! কেউ বলছে, কোথা থেকে আসা হয়েছে এখন? কেউ বলছে, বসেন, বসেন, কিন্তু চেয়ার তো খালি নেই। এই আর একটা চেয়ার দেন তো! যেন মানিক নিজেই একটা কৌতুক। এখন আর কৌতুক বলা লাগবে না। কৌতুক এখন শশরীরে হাজির। দেখলেই সবাই মজা পায়। কিছু বলা লাগেনা। মানিক! বাংলা টাউনে একখান পরিচিত নাম! প্রায় সবাই চিনে। আমার সাথেও আলাপ আছে। গায়ের রং একদম নিগ্রো। উচ্চতা পাঁচ ফুট হবে কিনা সন্দেহ। দেহের গঠন এমন যেন তিনি অনেক দিন না খেতে পেয়ে একবারে শুকিয়ে আছেন। যেন টোকাই সশরীরে হাজির। শুধু কাগজ টুকানোর বস্তাটা পিঠে নেই। সামনের একটা দাঁত নেই। হয়ত কেউ কোনদিন ঘুষি মেরে ফেলে দিয়েছিল। মোট কথা এই দন্ত হারানোর ইতিহাস কেউ জানে না। তার লেখাপড়ার দৌড় কতটুকু তাও কেউ জানে না। প্রয়োজন হয় না। কিভাবে তিনি এই কানাডা নামক দেশে পদার্পন করেছেন তার ইতিহাসও কেউ জানে না।
তিনি এখানে, এই বাংলা টাউনে বিখ্যাত হয়েছেন বেশ কিছু কাজ করে। তার মাঝে হল সুদে টাকা ধার করে। বছর তিনেক আগের কথা। পুজার অনুষ্ঠান চলছিল। বাংলা টাউনের বাইরে, এক কিলোমিটার দুরে। আমি এসব অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পেলেও যাই। এসব অনুষ্ঠানে গেলে আমি আমার ছেলেবেলা খুজে পাই। পুজার মুর্তির দিকে তাকিয়ে থেকে আমি হারিয়ে যাই আমার ছেলেবেলায়। দেখতে পাই গ্রামে গ্রামে পুজা মন্ডপ, হুলুধ্বনি, তুলসী গাছ, স্কুলের বন্ধুদের বাড়ীতে নাড়ু মুড়ি ইত্যাদি হরেক রকমের খাবার। সেসব খেয়ে বাড়ী ফিরলে বকুনী। পুজার জিনিষ খেতে

নাকি নিষেধ। বকুনি খেয়েও বন্ধুদের সাথে আনন্দে অংশ গ্রহন। এসব আমাকে আনমনা করে তোলে কিছুক্ষনের জন্য। দায়ীত্ববিহীন জীবনের কথা ভেবে কিছুক্ষন হলেও আনন্দ পাই।

সেদিন পূজার অনুষ্ঠান থেকে বের হতেই দেখি একজন লোক আগে আগে দৌড়াচ্ছে আর তার পেছনে তিন জন লোক তাড়া করছে। পার্কিং লটের পরই বড় রাস্তা। তারা বড় রাস্তা ধরে ছুটছে। এই বুঝি ধরে ফেলল! আর কয়েক হাত! আমি হা করে তাকিয়ে আছি। এদেশে তো এমন দৃশ্য দেখা যায় না। আইন কেউ হাতে তোলে নিতে পারে না। তাহলে এটা কি হচ্ছে! নাকি এরা কানামাছি খেলছে। ঠিক বুঝতে পারছি না। ধরেই ফেলল! আরে! আরে! মারামারি শুরু হয়েছে! সামনে যে ছিল তাকে পেছনের তিনজন লোক সমানে কিল ঘুষি লাথি দিয়ে যাচ্ছে। এক সময় লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। তারপরও তিন জন থামেনি। সমানে দিয়ে যাচ্ছে। এক সময় তিন জন মনে করল বেহুঁস হয়ে গেছে। আর দিয়ে কাজ নেই। এরা কি ইচ্ছে করে একটু ঢিলা দিল নাকি পরিশ্রান্ত হয়ে গেল তা বুঝা গেল না। দেখি লোকটা হঠাৎ উঠে দে দৌড়। তিনজনের দলটি তাকিয়ে দেখল। আর ধাওয়া করল না। তারা ফিরে এল পূজা মন্ডপের কাছে। আমি এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ভাই? ঐ লোকটা কে? এভাবে মারলেন কেন?

লোকটা মানিক। চিনেন না? কেন মারলাম? সে একটা জোচ্চোর, মিথ্যুক, বাটপার! জানে মারি নাই! ছেড়ে দিয়েছি। দেশে হলে দেখিয়ে দিতাম!

লোকটা করেছে কি?

অনেক বড় কাহিনী! এটা বুঝবেন না। বলে তারা পূজা মন্ডপে ঢুকে গেল।

আমি আকাশ পাতাল ভাবতে বাংলা টাউনের দিকে রওয়ানা দিলাম। মনে একই প্রশ্ন, মানিককে এরা মারল কেন? এসে পৌছলাম এই আড্ডাখানায়। এসে দেখি কয়েকজন নেতার মাঝখানে দাড়িয়ে মানিক কি সব বলছে। আমি কাছে গিয়ে দেখি মানিকের সার্ট ছেড়া, হাতের কনুই দিয়ে রক্ত ঝড়ছে, নাকের রক্ত এখনও বন্ধ হয়নি। গালে আচড়েরর দাগ। মানিক একজন নেতাকে বলছে, আমার গাড়ীটা ওখানে আছে। পার্কিংএর শেষ মাথায়, প্লেট নাম্বার এই, আপনি একটু নিয়ে আসেন। আমি গেলে ওরা আবার ঝামেলা করতে পারে।

নেতা বলল, আমি আনতে যাব কেন? আপনি নিজেই যান।

আমি গেলে তো আবার ঝামেলা হতে পারে, আপনারা কি চান আমি আবার ঝামেলায় পড়ি?

কাজ করেছেন তার পুরস্কার পাবেন না?

আরে ভাই, যা হবার হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কথা বলে লাভ আছে? প্লিজ, গাড়ীটা এনে দেন।

একজন গুরু বলল, যান, নিয়ে আসেন গাড়ীটা। যা খেয়েছে তা যথেষ্ট বলে মনে হয়। চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছে। আবার গেলে আরও কিছু ঘটতে পারে। যান, গাড়ীটা নিয়ে আসেন।

নেতা চলে গেলে বাতাসটা একটু ঠান্ডা হতেই আমি একজন গুরুকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারট কি বলুন ত? আমি নিজে চোখে দেখলাম ঘটনাটা। রাস্তায় এভাবে একটা মানুষকে প্রহার করা! এদেশে তো চিন্তাও করা যায় না। কি কারনে এরা তাকে এভাবে একটা গরুচোরের মত প্রহার করল?

গুরু বললেন, কাহিনী তো অনেক পুরনো। একবারে সাদা মাটা কাহিনী। মানিক সুদে টাকা নিয়ে আর দিতে পারেনি, তাই এই ঘটনা।

এরা আদালতের সাহায্য নিলেই পারে। এভাবে রাস্তায় মারামারি না করে।

আদালত কিছুই করতে পারেনি, তাই তারা নিজেরা যা পারে করছে।

আসল ঘটনাটা কি বলুন শুনি।

এখানে কিছু ব্যবসায়ী আছে তাদের বেশ কিছু টাকা ব্যাংকে পড়ে আছে। এই টাকা ব্যাংকে রাখলে খুব কম সুদ আসে। তাই রাখাল বাবু বাঙালিদের মাঝে সুদে ধার দেন। মানিক রাখাল বাবুর কাছ থেকে প্রথম পাঁচ হাজার ধার এনে নির্দিষ্ট তারিখের আগেই চড়া সুদ সহ ফেরত দিয়ে দেয়। তাতে রাখালবাবু খুব খুশি হন এবং মানিকের উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়। কিছুদিন পর মানিক আবার ধার চাইল। রাখালবাবু তো খুশিতে ডগমগ। ভাল একজন মক্কেল পেয়েছে। এবার পঁচিশ হাজার ডলার। চাওয়া মাত্রই রাখালবাবু দিয়ে দিলেন। এবার নির্দিষ্ট তারিখে টাকা পাওয়া গেল না। তখনই লাগল খিটিমিটি। রাখালবাবু আমাদের কাছে নালিশ করেও কিছু হল না। তখন তিনি আদালতের শরণাপন্ন হলেন। তিনি আদালতে যাবার পরদিনই মানিক উকিলের মাধ্যমে দেউলিয়া ঘোষনা করল। আদালত কিছুই করতে পারল না। শুধু বলে দিল তাকে ভবিষ্যতে আর ধার দিবে না। যা দিয়েছ তার কথা ভুলে যাও। এখানে কারও করার কিছু নেই। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। বেশি খেতে গেলে কমও মিলে না। টাকার জ্বলুনি রাখালবাবু ভুলতে পারলেন না। কোথাও মানিককে পেলে শখ মিটায়। কখনও মুখের সখ, পৃথিবীর যত নিকৃষ্ট গালি আছে তা প্রয়োগ করে, সুযোগ পেলে হাতের শখ মিটায়। ঝাল ঝাড়ে মনের শান্তি মিটায়।

এই ঘটনার পর থেকেই মানিকের পরিচিতি বেড়ে যায়।

এখানে, এই আসরে মানিক আসতে না চাইলেও কিছু নেতা তাকে ডেকে নিয়ে আসে। ভবিষ্যত কর্ম নির্ধারন করে।

আসলে মানিক একজন ভাল মানুষ। যে যেভাবে কাজ করতে বলে তিনি সেভাবেই এগিয়ে যান। এখানে এই আসরের বেশ কিছু নেতা পাতি নেতা আছেন এই মানিককে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে। মানিক তাদের চালাকি অনেক সময় ধরতে পারে না। তাই তাদের কথায় সে নাচে। কাজের কাজ কিছুই হয় না, মাঝখান থেকে আর্থিক ক্ষতি হয়। এই নেতাদের প্ররোচনায় তিনি বেশ বড় বড় নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে কোন সময় একটা বা দুটা ভোট পেয়ে সগৌরবে হেরে গিয়েও তিনি খুব খুশি। খুশি এই জন্য যে তাকে মানুষ চিনল, তার নাম জানল। একবার মজা করার জন্য এই সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীরা তাকে সভাপতি নির্বাচন করে। সমস্ত কানাডার বাঙালি বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য আদৌ আছে কিনা বা কত সদস্য কেউ জানে না। হয়ত বা কাল্পনিক। মানিক তো খুশিতে ডগমগ। তিনি এখন আর যে সে লোক নন, ব্যবসায়িক এসোসিয়েশনের সভাপতি! চাট্টিখানি কথা নয়। নেতারা তাকে সভাপতি নির্বাচিত করেই বসে থাকেনি। তাকে দিয়ে ফিতা কাটায় এবং স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় মানিকের ছবিসহ খবর ছাপিয়ে দিল। মানিক আরও বিখ্যাত হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, এই ফিতা কাটা দিয়ে আর একজন নেতার ঘন ঘন ফিতা কাটা বন্ধ করাই ছিল উদ্দেশ্য।
যারা মজা করার জন্য তাকে সভাপতি করল তারা মনে করেছিল মানিক একদম বোকা। তাকে নিয়ে মজা করা কত সহজ। কিন্তু মানিকও যে কতবড় মজা করতে পারে তা জানা গেল কয়েক মাস পর।
সভাপতি হবার কিছুদিন পর মানিক বাংলাদেশে গেল বেড়াতে। বলা বাহুল্য, মানিকের সাথে সেই পত্রিকাটি ছিল, যে পত্রিকায় মানিকের ফিতা কাটা ছবি ছাপা হয়েছে। কানাডাতে বাঙালি বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি। এখন এটা তার মুলধন। বাংলাদেশে অনেক কালো টাকার মালিক আছেন যারা বাইরে কিছু করতে চায়। মানিকের ছবি এবং খবর দেখে অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কার আগে কে মানিকের সাথে কন্ট্রাক্ট করবে। ব্যবসার কন্ট্রাক্ট। কানাডার এতবড় একজন ব্যবসায়ি! একবার কন্ট্রাক্ট করতে পারলেই হল! ভবিষ্যত ব্যবসার দ্বার খোলে যাবে। মানিকের কিছুই বলতে হয়নি। পত্রিকাটিই যথেষ্ট। কয়েকটা কন্ট্রাক্ট হয়ে গেল। অনেক রকম ব্যবসার কন্ট্রাক্ট। ব্যবসা শুরু করার আগে অগ্রিম দিয়ে শুরু করতে হবে। কোন অসুবিধা নেই। অগ্রিম দেয়া নেয়া হয়ে গেল। টাকাটাই বড় কথা নয়, এমন একজন প্রবাসী বড় ব্যবসায়ীর সাথে কন্ট্রাক্ট করাটাই বড় কথা! এত বড় একজন ব্যবসায়ী!
মানিক ফিরে এল বাংলাদেশ থেকে। দেশে থাকার কথা ছিল তিন মাস। কিন্তু দু মাস পরই তিনি ফিরে এলেন। এই আসরের দুএকজন জিজ্ঞেস করল, তিন মাসের আগেই যে ফিরে এলেন?
যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম তা শেষ হয়ে গেল, তাই চলে এলাম।
কি কাজে তিনি গিয়েছিলেন তখনও কেউ জানে না। জানা গেল মাসখানেক পর যখন কানাডা প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ থেকে তাদের আত্নীয়রা ফোন করতে লাগল। মানিক যাদের সাথে ব্যবসার কন্ট্রাক্ট করে এসেছেন তারা। কথা ছিল, কন্ট্রাক্টে লেখাও ছিল, এক সপ্তাহের মাঝে তিনি ব্যবসায়িক সব কিছু ঠিক করে তাদের কাছে পরবর্তি কার্যক্রমের নির্দেশ দিবেন। এক মাস চলে যাবার পর যখন কেউ কোন জবাব পেলনা তখনই তারা কানাডায় বসবাসরত তাদের আত্নীয়স্বজনের কাছে জানতে চাইল এই ব্যবসায়ীকে চিনে কিনা। সবাই এক বাক্যে বলল বিলক্ষন চিনে। তিনি একজন কার্টুন। কপর্দকহীন বিরাট ব্যবসায়ী! শুনে সবাইর মাথায় হাত! তার কিছুদিন পরই এল কানাডা পুলিশ। মানিকের খোজে। মানিক সোজা চলে গেল উকিলের কাছে। মানিক তো আগেই দেউলিয়া। উকিল পুলিশকে আদালতের কাগজ দেখাল। মানিক এখন পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে চলাফেরা করেন। তার টিকিটিও আর স্পর্শ করতে পারবে না। শোনা যায় মানিক কোটি টাকার কাছাকাছি অগ্রিম নিয়ে এসেছেন। এখন বেশ আরামেই আছেন। বিচিত্র এ দেশ! বড়লোক হবার কত পথ খোলা আর কত সহজ!
যিনি বলছিলেন, আর একটা চেয়ার দেন সত্যিই তিনি চেয়ার দিতে বলেননি। মজা করার জন্য বলেছেন। মানিক দাড়িয়ে আছে। মানিকের প্রিয় ব্যক্তি, একজন নেতা জিজ্ঞেস করল গাড়ী কেমন সার্ভিস দিচ্ছে?
মানিক কয়েকদিন আগে মার্সিডিস কিনেছে। এখানে বাঙালি যারা মার্সিডিস চালায় তারা প্রায় একই পথে মার্সিডিস চালায়।
মানিক উত্তর দিল, খুব ভাল। দামী বস্তুর আলাদা একটা আরাম আছে। মার্সিডিস গাড়ীর আলাদা একটা বাহাদুরি আছে। সব গাড়ী থেকে আলাদা। রাস্তায় বের হলে মনে হয় মুই কি হনুরে!
একজন নাটের গুরু বলে উঠল, আপনার চেহারার সাথে মার্সিডিস একদম মানায় না। আপনার দরকার ছিল রিক্সা। সবাই হো হো করে উঠল।
মানিকের অতীত ইতিহাস কেউ জানে না। এখানকার ইতিহাস জানার পরও আমরা তাকে নিয়ে আড্ডা দেই, গল্প করি। এমন অনেকের সাথেই চলতে হয়।